হায়াত কিভাবে দীর্ঘায়িত করবে

মূল
ড. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইবরাহীম আন-নাঈম

অনুবাদ
মাসুম বিলাহ মজুমদার

সম্পাদনা
ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

সবুজপত্র

প্রকাশকের কথা

দুনিয়ায় মানুষের কাছে 'হায়াত' বা 'জীবন-কাল'-এর চেয়ে বেশি আগ্রহের বিষয় আর কি হতে পারে? সুখ-শান্তি, আরাম-আয়েশ, উন্নতি-সমৃদ্ধি, প্রভাব-প্রতিপত্তি সবই বেঁচে থাকার উপর নির্ভরশীল। দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর দিকে ধাবিত ব্যক্তি-মাত্রই অনুভব করেন, হায়াতের কী মূল্য! আমরা সচরাচর দেখি, অসুস্থ্যতার মাত্রাভেদে চিকিৎসাবিজ্ঞানের আন্দাজে মৃত্যুর আগাম সতর্কবার্তাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কিভাবে সহসাই বদলে যান! দুনিয়ার সব হিসাব-নিকাশ ভিন্ন রকম হয়ে যায় তার কাছে। অথচ ক্ষণিকের এই মুসাফিরী জিন্দেগীতে দুনিয়ার মোহ কিভাবে আমাদেরকে ভুলিয়ে দিচ্ছে অনন্ত পরকাল আর মহান রবের কাছে ফিরে যাওয়ার চিরন্তন সত্য।

মানুষের সাফল্য-ব্যর্থতার জন্য 'হায়াত'-এর সীমা কম-বেশি মূখ্য নয়। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত হিসেবে পাওয়া সুনির্ধারিত এ 'জীবন-কাল' তাক্বওয়া ও নেক-আমলের মাধ্যমে অতিবাহিত করে পরকালীন জীবনে আযাব থেকে মুক্তি ও জান্নাত লাভ-ই আসল কথা।

উম্মতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য স্বল্প-হায়াতে অধিক নেক আমলের জন্য আলাহ তা'আলা কতই-না বিশেষ ব্যবস্থা রেখেছেন! একটি রাত হাজার হাজার রাতের চাইতে উত্তম, এক রোযা'য় দশ থেকে সত্তর, আরো আরো... বেগায়রে হিছাব..., এক আরাফাহ'র দিনে জিন্দেগীর গুনাহ মাফ, মক্কার মসজিদুল হারামে এক নামাযে লক্ষগুণ (আলাহ আকবার)!! ষাট থেকে সত্তর বছরের সাধারণ বয়সসীমায় একজন মুত্তাকী-নেককার কতো লক্ষ-কোটি বছরের ইবাদাত আঞ্জাম দিতে পারেন, তার হিসাব কেবল রহমানুর রাহীম আল্লাহ রাব্বুল আলামীন-ই জানেন। সেই হিসাবের খাতা মিলানো আমাদের কাজ নয়; আমাদের কাজ শুধু সুযোগগুলোর সদ্ব্যবহার করে কাঙ্খিত নেকী অর্জনের মাধ্যমে হায়াতকে দীর্ঘায়িত করা।

অত্রগ্রন্থখানি লেখকের অনেক সাধনার ফল, অনেক আবেগের নির্যাস। তিনি হায়াতের সীমাবদ্ধতাকে নেক আমলের মাধ্যমে উৎরিয়ে যাওয়ার রাস্তাগুলো দেখিয়ে দিয়েছেন ভ্রাতৃত্বের দরদী মন নিয়ে। অনুবাদকের সবর, অধ্যবসায় ও মেহনত এবং অনুবাদ-সম্পাদনায় শ্রদ্ধেয় ড. যাকারিয়া স্যারের একাগ্রতা– সব মিলে বইখানি অনেক সমৃদ্ধ ও আকষর্ণীয় হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ! পাঠকগণ এ থেকে অবশ্যই উপকৃত হবেন, ইনশাআল্লাহ।

-মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন

লেখক পরিচিতি

ড. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইবরাহীম আন-নাঈম আরব-বিশ্বের প্রখ্যাত শায়খদের অন্যতম। তিনি একাধারে কুরআনুল কারীমের অতীশ্রুতিমধুর তেলাওয়াতকারী, দাঈ, ঈমাম ও খতীব। তিনি ১৩৭৮ হিজরী ১ রজব জন্মগ্রহণ করেন। ২০০১ ঈসায়ী মিসরের ইস্কান্দারিয়্যাহ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষি বিষয়ে (Financing in the Agricultural Sector) পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৪২৮-৩২ হিজরী সৌদি আরবের আল আহসায় অবস্থিত কিং ফায়সাল বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি বিষয়ের সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। পরবর্তীতে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে জর্দানে অবস্থান করেন। ২০১৫ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি তিনি ইন্তিকাল করেন। ড. নাঈম আরবী ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। তার রচিত বইগুলো www. Islamhouse.com arabic ওয়েবসাইটে রয়েছে। দুনিয়ার স্বল্পস্থায়ী জীবনে বহুমুখী নেকী অর্জনকারী আমলের মাধ্যমে অনন্ত আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহ করার বিষয়টিই তার রচনাবলির মূল প্রতিপাদ্য।

অনুবাদক পরিচিতি

মাসুম বিল্লাহ মজুমদার কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার ধনুসাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মাওলানা মুহাম্মাদ সিদ্দীকুর রহমান মজুমদার ধনুসাড়া আলিয়া মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। তার মাতার নাম সাইয়েদা ফায়জুন নেছা খন্দকার। তিনি ধনুসাড়া আলিয়া মাদরাসা থেকে দাখিল, আলিম ও সোনাকান্দা আলিয়া মাদরাসা থেকে ফাযিল প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৯৬ সালে সরকারি আলিয়া মাদরাসা ঢাকা হতে প্রথম শ্রেণিতে পঞ্চম স্থান অধিকার করেন। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে বিএ অনার্স ও মেধা তালিকায় এমএ (প্রথম শ্রেণি) ডিগ্রি লাভ করেন। ২০০১ সালে উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে সৌদি আরবে গমন করেন। মক্কা মুকাররমাস্থ উম্মুলকুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে শরীআ ফ্যাকাল্টির অধীনে 'কাদ্বা বা শরঈ বিচার' বিষয়ে অনার্স কোর্স সম্পন্ন করেন। বর্তমানে মাস্টার্স-(এমফিল) গবেষণায় নিয়োজিত আছেন। পাশাপাশি মক্কাতুল মুকাররমার শরায়ে নামক স্থানে অবস্থিত 'দাওয়াহ ও গাইডেন্স' অফিসে দাঈ পদে কর্মরত আছেন। একই সাথে তিনি মুসলিম উম্মাহর আলেমদের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধমূলক হজের মৌসুমে বাৎসরিক প্রোগ্রাম (ইসলামের প্রচারক) অনুবাদক-মাধ্যম হিসেবে দায়িত্বরত আছেন।

সূচিপত্র

ক্রম.	বিবরণ	পৃষ্ঠা
	প্রথম অধ্যায়	
	'হায়াত কিভাবে দীর্ঘায়িত করবেন' বিষয়টি নির্বাচন করার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব	
১.	এ দুনিয়ায় বেঁচে থাকার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী	২১
২.	একটি বিরাট সমস্যা: প্রত্যেকের হায়াতই সীমিত ও সুনির্ধারিত	২৪
৩.	'হায়াত দীর্ঘায়িত করা' দ্বারা কী বুঝায়? এটা কিভাবে সম্ভব?	২৬
৪.	দীর্ঘ হায়াত লাভের জন্য দুআ করা জায়েয আছে কি?	৩৪
	দ্বিতীয় অধ্যায়	
	হায়াত বৃদ্ধিকারী আমলসমূহ	
	প্রথম পরিচ্ছেদ	
	উন্নত চরিত্রের মাধ্যমে হায়াতকে দীর্ঘায়িত করার উপায়	৩৮
১.	সর্বদা আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ-খবর নেওয়া	৩৮
২.	উত্তম চরিত্র অর্জন করা	৪১
৩.	প্রতিবেশীর সাথে উত্তম ব্যবহার করা	৪৪
	দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
	বহুগুণ সাওয়াব রয়েছে এমন আমলের মাধ্যমে হায়াতকে দীর্ঘ করার পদ্ধতি	৪৬
১.	সালাত (নামায)	৪৮
	১.১ পবিত্র মক্কা ও মদিনার হারাম শরীফে অধিক পরিমাণে সালাত আদায় করা	৪৯
	১.২ মসজিদে গিয়ে জামাআতে নামায আদায়ে যত্নবান হওয়া	৫০
	১৩. নফল নামায নিজ গৃহে একান্তে আদায় করা	৫৩
	১.৪. জুমআর নামাযের কতিপয় আদব পালন করা	৫৫
	১.৫. নিয়মিত চাশতের (আউয়্যাবীনের) নামায আদায় করা	৫৯
২.	হজ ও 'উমরাহ	৬১
	২.১. প্রত্যেক বছর সাধ্যানুযায়ী কিছু সংখ্যক মানুষকে আপনার খরচে হজ করানো	৬১

	২.২ ইশরাকের নামায আদায়	৬৫
	২.৩ মসজিদে দীনী জ্ঞান চর্চা অনুষ্ঠান এবং শিক্ষা বৈঠক বা দরসের আয়োজনে হাযির হওয়া	৬৬
—	২.৪ রমযান মাসে ওমরাহ করা	৬৭
	২.৫ মসজিদে ফরয নামায আদায় করা	৬৮
	২.৬ মদীনার কুবা মসজিদে নামায আদায়	৭৪
৩.	মুয়াযিযন হোন অথবা মুয়াযিযনের সাথে আযানের বাক্যগুলো উচ্চারণ করুন	৭৫
৪.	রোযা (সাওম)	৮০
	৪.১ সুনির্দিষ্ট দিনসমূহে রোযা রাখা	৮১
	৪.২ রোযাদারকে ইফতার করানো	৮৪
৫.	লাইলাতুল ক্বাদরে রাত জেগে 'ইবাদত করা	৮৫
৬.	জিহাদ করা দ্বারা হায়াত বৃদ্ধি হয়	৮৭
৭.	যিলহাজ মাসের প্রথম দশ দিনের নেক আমলসমূহ	৯৩
৮.	কুরআন কারীমের কতিপয় সূরাকে বারবার তিলাওয়াত করা	৯৯
৯.	অত্যধিক পরিমাণে আল্লাহ তাআলার যিক্‌র করা	১০৩
	৯.১ বহুগুণ সাওয়াব লাভের তাসবিহ	১০৩
	৯.২ ইসতেগফার দ্বারা বহুগুণ সওয়াব লাভ	১০৯
১০	মানুষের প্রয়োজন পূরণ করা	১১৩
	তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
	মৃত্যুর পর জারী (চলমান) নেক আমলের মাধ্যমে হায়াত দীর্ঘায়িত করার উপায়	১২১
১.	আল্লাহর পথে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা পাহারা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা	১২২
২.	সাদকায়ে জারিয়া (চলমান দানের) সাওয়াব	১২৭
৩.	নেককার সন্তান গড়ে তোলা	১৩৬
৪.	মানুষকে দীনী 'ইল্‌ম (ইসলামী জ্ঞান) শিক্ষাদান	১৩৮
	৪.১ ইল্‌মের (জ্ঞানের) প্রচার-প্রসার ও কিতাব (গ্রন্থ) লিখে যাওয়া	১৩৮
	৪.২ আল্লাহর দিকে মানুষদের ডাকা বা আহ্বান করা	১৪১

	চতুর্থ পরিচ্ছেদ	
	সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর মাধ্যমে হায়াতকে দীর্ঘায়িত করার উপায়	১৪৫
১.	সময়কে কাজে লাগানোর গুরুত্ব	১৪৫
২.	'ওফাত' আসার আগে আল্লাহর অনুগ্রহে প্রাপ্ত 'হায়াত' নামক এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করুন	১৫১
৩.	দ্রুত তাওবা করুন	১৫৩
৪.	আপনার জীবনের মুবাহ (জায়েয) কাজসমূহ দ্বারা সাওয়াব লাভ করবেন কিভাবে?	১৫৬
	তৃতীয় অধ্যায়	
	নেকী উৎপাদনশীল হায়াতের হেফাযত কিভাবে করবেন?	১৫৯
১.	যেসব কাজ আপনার নেকীকে নষ্ট ও বরবাদ করে দিবে, সে সব হারাম কাজ হতে দূরে থাকুন	১৫৯
২.	নিজের কাজকে সর্বদা সঠিক মনে করে আত্মতুষ্ট হওয়া এবং (শয়তানের) প্রতারণার শিকার হওয়া	১৬০
৩.	বেশি পরিমাণে নেক আমল করার কারণে নিজের মধ্যে যেন অহংকার না আসে, তার জন্য কতিপয় চিকিৎসা রয়েছে	১৬৪
৪.	যুলুম-নির্যাতন করে মানুষের হক্ব নষ্ট করা থেকে দূরে থাকুন	১৬৭
৫.	যেসব গুনাহের কাজের কারণে চিরকাল আপনার আমলনামায় গুনাহ পৌঁছতে থাকবে, এমন গুনাহের কাজ হতে বিরত থাকুন	১৬৯
	সারকথা	১৭৩
	পরিশিষ্ট	১৭৫

প্রথম অধ্যায়

‘হায়াত কিভাবে দীর্ঘায়িত করবেন’ বিষয়টি নির্বাচন করার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

১. এ দুনিয়ায় বেঁচে থাকার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, আপনি কেনো এই দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে চান? আর উত্তরে বলা হয় যে, শুধুমাত্র খাওয়া ও পান করাই বেঁচে থাকার একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (আর আনন্দ-ফূর্তি করা, ঘুমানো ও মলত্যাগ করা ইত্যাদিও সংযোগ করা যেতে পারে)। তাহলে জেনে রাখুন! যদি এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে দুনিয়ায় বাঁচতে চান, তাহলে আপনার এই উদ্দেশ্যের সাথে জন্তু-জানোয়ার (পশু) ও কাফেরের উদ্দেশ্য মিলে এক হয়ে যাচ্ছে। কেননা, জন্তু-জানোয়ার ও কাফের তো দুনিয়ায় খানা-পিনা ও ফূর্তি করাকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসেবে নিয়েছে। তাই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কাফেরদের এমন কু-উদ্দেশ্যের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে বলেন,

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ﴾

“আর যারা কুফরী করে তারা ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে এবং তারা আহার করে যেমন চতুষ্পদ জন্তুরা আহার করে। আর জাহান্নামই তাদের বাসস্থান।” [সূরা ৪৭; মুহাম্মাদ ১২]

দুনিয়ার জীবনধারণের এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবকিছুকে আমাদের অধীনস্ত করে দেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র একটি লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে, আর তা হচ্ছে শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা এবং শয়তানের ও অন্তরের খারাপ ইচ্ছাসমূহকে অমান্য করে চলা। এ কথাটিকে ব্যবসায়িক পরিভাষায় এভাবে বলা যায় যে, মৃত্যু আসার পূর্বেই যত বেশি সম্ভব নেকী অর্জন করা

এবং যেই আমলের মাধ্যমে জান্নাতে আমাদের উচ্চ মর্যাদা লাভ হবে ঐ আমলের মাধ্যমে জীবনের সীমিত সময় (হায়াত)-কে বিনিয়োগ করার ব্যাপারে আগ্রহী হওয়া।

অতএব, আমাদের এ বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত যে, যে সময়টি আমার জীবন থেকে চলে যাচ্ছে এবং যেটির সুন্দর সদ্ব্যবহার করা হচ্ছে না, সেটি কেয়ামতের দিন আমাদের জন্য দুঃখ ও আফসোসের কারণ হবে। আর ঐ সময় যাদের নেক আমলের ঘাটতি রয়েছে তারা বলবে, হায় আফসোস! আমি যদি বেঁচে থাকা অবস্থায় আমল করতাম। তবে, আল্লাহ তাআলা যদি কারো প্রতি অনুগ্রহ করেন, তাহলে কিয়ামত দিবসের দুঃখ দূর করে দিতে পারেন। আমরা ইহুদীদের মতো নই, যারা দুনিয়ার চাকচিক্যের লোভে দুনিয়ায় চিরকাল থেকে যেতে চায়, এমনকি তাদের কেউ কেউ হাজার বছর বেঁচে থাকার আশা করে থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوٰةٍ ۛ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا۟ ۛ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ
أَلْفَ سَنَةٍ ۖ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِۦ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾

"আর তুমি তাদেরকে পাবে জীবনের প্রতি সর্বাধিক লোভী মানুষরূপে। এমনকি মুশরিকদের মধ্য হতেও, তাদের এক একজন কামনা করে, যদি হাজার বছর তাকে জীবন দেওয়া হতো! অথচ দীর্ঘজীবী হলেই তা তাকে আযাব থেকে নিষ্কৃতি দিতে পারবে না। আর তারা যা করে আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।" [সূরা ২; বাকারা ৯৬]

আর মুসলিম ব্যক্তি অত্যধিক নেকী অর্জন করার জন্য, দুনিয়াতে বেঁচে থাকতে চায়, দুনিয়ার চাকচিক্য ও স্বাদ ভোগের লোভে নয়, যেমনটি ইহুদীরা করে থাকে।

মুসলিম ব্যক্তি যখন লক্ষ্য করে যে, দীর্ঘ হায়াত পেলে সে অত্যধিক নেকী লাভ করতে পারবে এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের ক্ষেত্রেও সহায়ক হবে, তার জন্য উচিত হবে, সে আল্লাহর নিকট তার দীর্ঘ হায়াত লাভের জন্য দু'আ করে এবং নেক আমল করে। এ কথার সমর্থনে প্রখ্যাত সাহাবী আবু বাকরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসকে প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করছি,

أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ «مَنْ طَالَ عُمْرُهُ، وَحَسُنَ عَمَلُهُ» قِيلَ فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ؟ قَالَ «مَنْ طَالَ عُمْرُهُ، وَسَاءَ عَمَلُهُ»

"এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ ব্যক্তি উত্তম? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'যে ব্যক্তি দীর্ঘ হায়াত লাভ করেছে

এবং উত্তম আমল করেছে।' সাহাবী পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্ ব্যক্তি নিকৃষ্ট? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'যে ব্যক্তি দীর্ঘ হায়াত পেয়েছে এবং এই দীর্ঘ সময়ে নেক কাজ না করে বরং গুনাহের কাজই করেছে'।" [মুসনাদে আহমদ- ৩৪/১২৪, হাদীসটি হাসান]

মুসলিম ব্যক্তি যদি মনে করে যে, দীর্ঘদিন দুনিয়ায় থাকলে তাকে যাবতীয় ফিতনায় (হারাম, কুফরী, শির্কসহ যাবতীয় গুনাহের কাজে) পতিত হতে হবে এবং অধিক পরিমাণে গুনাহ অর্জিত হবে, তখন তিনি যেন ফিতনা সৃষ্টিকারী অথবা ফিতনায় পতিত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আগেই দুনিয়া হতে নিষ্কলুষ ও পবিত্র অবস্থায় বিদায় নিতে পারেন, তিনি যে জন্য আল্লাহর নিকট নিম্নোক্ত দু'আটি সর্বদা করতে থাকেন। দু'আটি প্রখ্যাত সাহাবী মু'আয ইবনে জাবাল (রা) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা মহান আল্লাহর নিকট দু'আয় বলতেন,

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الخَيْرَاتِ، وَتَرْكَ المُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ المَسَاكِينِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ "، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهَا حَقٌّ فَادْرُسُوهَا ثُمَّ تَعَلَّمُوهَا»

"হে আল্লাহ! আমি প্রার্থনা করছি যাবতীয় নেক কাজের এবং যাবতীয় অন্যায় কাজ বর্জন করার, আর আপনার নিকট প্রার্থনা করছি মিসকিনদের ভালোবাসা। আর আমার গুনাহ মাফ চাইছি এবং আমার উপর রহমত বর্ষণ করার আহ্বান করছি। আপনি যদি কোনো কাওম অথবা জনপদকে ফিতনা দ্বারা বিপদগ্রস্ত করার ইচ্ছা করেন, তাহলে আমাকে ফিতনায় পতিত হয়ে বিপদগ্রস্ত হওয়ার আগেই মৃত্যুদান করুন। আমি আপনার ভালোবাসা চাই এবং যারা আপনাকে ভালোবাসে তাদের ভালোবাসা চাই, আর এমন আমলকে ভালোবাসার তাওফিক দিন, যেই আমল (কাজ) আমাকে আপনার ভালোবাসার অত্যন্ত কাছে নিয়ে যাবে। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "উপরোক্ত সকল কথাই সত্য; তোমরা এগুলোকে বারবার পড়, সংরক্ষণ কর এবং মানুষকেও শিক্ষা দাও।[১]"

এই হাদীসটি নিম্নে বর্ণিত সা'দ ইবনে উবাইদের (রা) বর্ণিত হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক দেখা গেলেও, মূলতঃ সাংঘর্ষিক নয়।

---

১. জামে তিরমিযী- ৯/২০২, হাদীসটি হাসান সহীহ।

বিখ্যাত সাহাবী আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لاَ يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ المَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ يَزْدَادُ، وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ»

"তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে, যদি সে নেককার হয়, তাহলে অতিরিক্ত হায়াত দ্বারা তার নেকী বৃদ্ধির সুযোগ পাবে। আর যদি সে গুণাহগার হয়ে থাকে, তাহলে দীর্ঘ হায়াত পেলে সে অতীতের গুণাহ মাফ চেয়ে নিজেকে সংশোধনের সুযোগ পাবে।" (সহীহ বুখারী- ৯/৮৪)

কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনই মৃত্যু কামনা করতে জায়েয করেছেন, যখন মানুষ দীন ইসলাম পালনে ফিতনায় পতিত হয়ে বিপদগ্রস্ত হয়। এই ব্যাপারে সাহাবী আনাস ইবন মালেক (রা) হতে বর্ণিত একটি হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ المَوْتَ مِنْ ضُرٍّ أَصَابَهُ، فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ فَاعِلًا، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الوَفَاةُ خَيْرًا لِي»

"তোমাদের কেউ যেন কোনো দুঃখ-কষ্টের (রোগব্যাধি অথবা অন্য কোনো) কারণে মৃত্যু কামনা না করে, যদি একান্তই অসহনীয় অবস্থায় মৃত্যু কামনা করতে হয়, তখন সে যেন এই বলে আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করে, হে আল্লাহ আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত জীবিত রাখুন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার জীবনধারণ (দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য) ভালো (কল্যাণকর) হয় এবং আমাকে মৃত্যু দান করুন এমন অবস্থায় যখন আমার মৃত্যু আমার জন্য ভালো (কল্যাণকর) হয়।[১]"

উপরোক্ত দলিলসমূহ দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, দুনিয়াতে বেঁচে থাকার একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঐরূপ জীবন-যাপন করা নয়, যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে কাফেররা জীবন-যাপন করে থাকে। আর আমাদের উদ্দেশ্য এর চাইতেও অনেক বেশি উচ্চমানের, আর তা হলো আল্লাহর ইবাদত করা এবং মৃত্যু আসার আগেই যত বেশি সম্ভব নেকী সঞ্চয় করা।

২. একটি বিরাট সমস্যা: প্রত্যেকের হায়াতই সীমিত ও সুনির্ধারিত

প্রতিটি মুসলিমই যার মুখোমুখি হচ্ছেন, এমনকি প্রত্যেক মানুষই। সমস্যাটি হলো, আমাদের হায়াত সীমিত এবং নির্ধারিত। কিছু বছরের, দিবসের, মুহূর্তের গণ্ডির মাঝে সীমাবদ্ধ। এতে আমরা ইচ্ছা করলে এক মুহূর্তও হায়াত

---

১. সহীহ বুখারী- ১৩/২৩৩।

বাড়াতে পারবো না। কেউ প্রাণপন চেষ্টা ও লোভ করলেও সে তার কাঙ্ক্ষিত নেকী অর্জন করতে সক্ষম হবে না। কেননা, পূর্ববর্তী নবীদের উম্মতের তুলনায় আমাদের জীবনকাল খুবই অল্প। এ ব্যাপারে প্রখ্যাত সাহাবী আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى السَّبْعِينَ، وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجوزُ ذَلِكَ»

"আমার উম্মতের প্রত্যেক নর-নারীর বয়স হবে গড় প্রতি ষাট হতে সত্তর বৎসর। তবে খুব কম সংখ্যক নর-নারীই এমন রয়েছেন, যারা এই গড় বয়স অতিক্রম করে বেশি হায়াত পেয়ে থাকেন।" [জামে তিরমিযী: ৩৫৫০, হাদীসটি হাসান]

মানুষের জীবনকাল নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায় যে, তার ষাট/সত্তর বৎসর হায়াতের মধ্যে কর্মমুখর ও ফলপ্রসূ হয় মাত্র বিশ বছর। এই তথ্যটি প্রায় সকল মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমন, কারো বয়স যদি ষাট বছর হয় তাহলে সে যদি প্রতিদিন গড়ে আট ঘণ্টা অর্থাৎ দিবসের তিন ভাগের এক ভাগ ঘুমিয়ে কাটায় তাহলে এভাবে সে তার বয়সের তিন ভাগের এক ভাগই (২০ বছর) ঘুমিয়ে কাটাল। আর জীবনের প্রথম পনেরো বছর অধিকাংশ লোকের ক্ষেত্রে এমনিতেই শৈশব ও কৈশোরে কেটে যায়। আর বাকি থাকে পঁচিশ বছর। এই পঁচিশ বছরের মধ্যে আনুমানিক দুই বছর খাওয়া-দাওয়া, পেশাব-পায়খানা (প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়া) ও অন্যান্য মানবীয় জরুরি কাজে ব্যয় হয়ে যায়। (যদি ধরা হয় যে, প্রতিদিন দুই ঘণ্টা পানাহার, প্রাকৃতিক ডাক অন্যন্য জরুরি কাজে ব্যয় হয়)। এর পর বাকি থাকলো এক-তৃতীয়াংশ বয়স, যার পরিমাণ তেইশ বছর। আর এই বয়সেই সে নিজেকে যত বেশি সম্ভব নেকী অর্জনে নিয়োজিত করে। এই সময়টিতেই আশানুরূপ আমলে ব্যর্থ হলে মানুষের মধ্যে আফসোস বেড়ে যায়। এটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা এবং হায়াত দীর্ঘায়িত করার কৌশলসমূহ অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

৩. 'হায়াত দীর্ঘায়িত করা' দ্বারা কী বুঝায়? এটা কিভাবে সম্ভব?

হায়াত দীর্ঘ হওয়ার প্রসঙ্গটি সাহাবী আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু'র হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ»

"যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে রিয্ক এবং নিজ হায়াত দীর্ঘায়িত করতে ভালোবাসে তার উচিত সে যেন আত্মীয়দের সাথে সর্বদা সু-সম্পর্ক বজায় রাখে।[১]"

অত্র হাদীসে বর্ণিত হায়াত দীর্ঘায়িত করার বিষয়ে ওলামা-ই-কেরামগণ বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। তন্মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর দিক-নির্দেশনা সুলভ বর্ণনাসমূহ হলো, ইমাম আন-নাওয়াওয়ী, শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা এবং হাফেয ইবনে হাজর (র) প্রমুখের বর্ণনাসমূহ। নিম্নে তাদের বর্ণনা হুবহু আলোচিত হলো-

ইমাম আন-নাওয়াওয়ী বলেন, হাদীসে বর্ণিত الأثر (আসার)-এর অর্থ: الأجل আর الأجل-এর অর্থ সুনির্দিষ্ট সময়। একে এই জন্য الأثر বলা হয়, যেহেতু এটি الأجل তথা হায়াতের পিছু পিছু অনুসরণ করে চলতে থাকে। আর بسط الرزق অর্থাৎ, সুপ্রশস্ত বা অধিক রিযক। কোনো কোনো হাদীসবেত্তা বলেন, এর অর্থ হলো, রিযকের মধ্যে বরকত প্রদান।

অন্যদিকে প্রশ্ন হলো, হায়াত কিভাবে দীর্ঘায়িত হয়? অথচ মানুষের রিযক ও সুনির্দিষ্ট, আর জীবনকাল তো পূর্বেই তার তাকদীরে লিখে দেওয়া হয়েছে, তা কখনোই বাড়বেও না, কমবেও না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾

"অতঃপর যখন তাদের সময় আসবে, তখন তারা এক মুহূর্ত বিলম্ব করতে পারবে না এবং এগিয়েও আনতে পারবে না।" [সূরা ৭; আ'রাফ ৩৪]

এ ব্যাপারে বিখ্যাত আলেমগণ বিভিন্ন প্রকার জবাব দিয়েছেন। তন্মধ্যে বিশুদ্ধ একটি জবাব হলো,

আলোচ্য হাদীসে হায়াত দীর্ঘায়িত হওয়ার অর্থ: হায়াতে বরকত হওয়া, নেককাজের জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে তাওফিক বা সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া, সময়কে নেককাজে (সঠিকভাবে) পরকালীন কল্যাণে বিনিয়োগ করা, আর সময়কে নষ্ট হতে না দেওয়া ইত্যাদি।

দ্বিতীয় জবাব হলো, হায়াত দীর্ঘায়িত হয় এভাবে যে, লাওহে মাহফুযে ফেরেশতাদের সামনে ভেসে উঠেছে যে, তার জীবনকাল ষাট বছর। কিন্তু (আল্লাহর নিকট রয়েছে) যদি সে আত্মীয়তার সম্পর্ক সর্বদা খোঁজ-খবর নেওয়ার মাধ্যমে বহাল রাখে, তাহলে তার বয়স আরো ৪০টি বছর বাড়িয়ে

---

১. সহীহ বুখারী- ১০/৪২৯; সহীহ মুসলিম- ১৬/১১৪।

দেয়া হবে। আল্লাহ তাআলা এসব কিছু বহু পূর্বেই জানেন। আর এটাই আল্লাহ তাআলার বাণী,

﴿ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ ﴾

"আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন মুছে দেন এবং যা ইচ্ছা করেন বহাল রাখেন।" [সূরা ১৩; রা'দ ৩৯]

এর অর্থ এ স্থলে: যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক সর্বদা বজায় রাখে, তার জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হায়াত ও রিযক বৃদ্ধি করে দেওয়ার প্রসঙ্গটি মানুষের নিকটই অতিরিক্ত হায়াত ও রিযক পেয়েছে বলা হয়, অথচ আল্লাহ তাআলা যেহেতু সকল কিছুই জানেন এবং সবকিছু পূর্বেই লিখে রেখেছেন, তাই এই বৃদ্ধি পাওয়াটা তাঁর নিকট 'নতুন করে ঐ বান্দার তাকদীরে অতিরিক্ত কিছু যোগ হয়েছে', এমনটি নয়। কারণ, তার নিকট সকল মানুষের তাকদীর দিবালোকের ন্যায় স্পষ্টভাবে রয়েছে। তিনি জানেন, কোন মানুষটি কত দিন হায়াত পাবে? এবং কত রিয্ক ভোগ করবে? তাও তাঁর নিকট স্পষ্ট। আর এটাই হাদীসের অর্থ।

তৃতীয় জবাব হলো, 'হায়াত দীর্ঘায়িত হওয়ার' অর্থ হলো, ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর পরও তার জীবন ও সুন্দর চরিত্র নিয়ে মানুষ উত্তম প্রশংসা করতেই থাকবে এভাবে, মনে হবে যেন আজও বেঁচে রয়েছে, তার মৃত্যুই হয়নি। তবে এ অভিমতটি দুর্বল অথবা অগ্রহণযোগ্য বলে ইমাম নাওয়াউই (র) তাঁর সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যা গ্রন্থে মত প্রকাশ করেছেন। এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলাই অধিক জ্ঞাত।[১]

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা (র) বলেছেন, মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِۦٓ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ ﴾

"আর কোনো বয়স্ক ব্যক্তির বয়স বাড়ানো হয় না, কিংবা কমানো হয় না, কিন্তু তা তো রয়েছে কিতাবে।" [সূরা ৩৫; ফাতির ১১]

মানুষের হায়াত বৃদ্ধি পাওয়া ও কমে যাওয়া অর্থাৎ একজনের হায়াত বেশি আর অন্য দিকে এমন ব্যক্তি রয়েছে, যার হায়াত কম। যদি উভয়ের মধ্যে তুলনামূলকভাবে হায়াতের কম-বেশি নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে, কম হায়াত প্রাপ্ত ব্যক্তির তুলনায় তার হায়াত বেশি। অনুরূপভাবে, বেশি হায়াতপ্রাপ্ত লোকের তুলনায় তার হায়াত কম। আর কখনো কখনো হায়াত কমে যায় অর্থাৎ, নির্ধারিত বয়স হতে হায়াত কমে যাওয়া। অনুরূপভাবে, নির্ধারিত বয়সের চাইতেও হায়াত বৃদ্ধি পাওয়া। এর প্রমাণস্বরূপ

---

১. শারহু সহীহ মুসলিম লিন নাওয়াওয়ী- ১৬/১১৪।